দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ MAR. 28 2002
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৩

সেবা সম্পর্কিত খবরের প্রতিবাদ

দৈনিক জনকণ্ঠে গত ২৬ মার্চ 'সেবা' সম্পর্কে যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে, উক্ত সংগঠন তার প্রতিবাদ করেছে। প্রতিবাদপত্রে বলা হয়েছে, সেবা বর্তমান সামাজিক অবক্ষয়ের বিপরীতে মানবতার সেবায় আত্মনিবেদিত প্রগতিশীল ছাত্রছাত্রীদের সংগঠন। সামাজিক-সেবামূলক কর্মকাণ্ডে ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটানো এবং একই সাথে সমাজের প্রতি দায়িত্ব সম্পর্কে ছাত্রসমাজকে সচেতন করা সেবার প্রধান উদ্দেশ্য। সেবা ধর্ম নিয়ে যে কোন প্রকার রাজনীতি করাকে ঘৃণা করে। সেবা সম্পূর্ণরূপে একটি

(১১- পৃষ্ঠা ৬-এর কঃ দেখুন)

সেবা সম্পর্কিত

(১২-এর পাতার পর)

রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত সংগঠন। সংগঠনের সকল সদস্য বর্তমান ধারার ছাত্র রাজনীতির বাইরে। সেবা প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে কোন সময়ই ছাত্রশিবির বা অন্য যে কোন রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল না, এখনও নেই এবং ভবিষ্যতেও কোন দিন সম্পর্কযুক্ত হবে না।

প্রতিবাদপত্রে বলা হয়, সেবার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি খন্দকার মিরাজুর রহমান। তিনি সেবার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে আজ অবধি সংগঠনের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি কোন সময় কোন অবস্থাতেই ছাত্র শিবিরের সাথে জড়িত ছিলেন না। তিনি আজন্ম ধর্মভিত্তিক রাজনীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। সেবার কার্যকরী কমিটি ও সাধারণ সদস্যদের পক্ষে সভাপতি খন্দকার মিরাজুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক ফারহানা রুমা স্বাক্ষরিত এ প্রতিবাদপত্রে বলা হয়, সেবা কোন প্রকারেই এনজিও নয়। এটি সম্পূর্ণভাবে ছাত্রছাত্রীদের পরিচালনায় একটি ছাত্র সংগঠন। এর অর্থের উৎস সদস্যদের চাঁদা, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের স্পন্সর এবং তহবিল সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন। সেবা কোনভাবেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ছাত্রছাত্রীকে কোন টাকা প্রদান করে না। সেবার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ টিএসসিতে যে কক্ষটি বরাদ্দ দিয়েছে, তা বরাদ্দ প্রদানের ক্ষেত্রে সংগঠনের কোন ভূমিকা ছিল না।